ভোরের কাগজ

তারিখ 21 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মাতাঝিল আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি নামে আদায় হচ্ছে অতিরিক্ত অ

উন্নয়ন কোটায় ২০ হাজারের স্থলে ৫০ হাজার টা

বিভাষ বাড়ৈ : রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে প্রাথমি মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নামে চলছে চরম নৈরাজ্য। টাকা হাতিয়ে নে নতুন কৌশল হিসেবে সৃষ্টি করা 'উন্নয়ন কোটা'য় ভর্তির নামে সরকারদ তদবিরবাজরা অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

অভিযোগ উঠেছে সরকারদলীয় নেতা আর পাতি নেতাদের খপ্পরে অভিভাবকরা উন্নয়ন কোটার জন্য নির্ধারিত ২০ হাজার টাকা জমা দিয়েও পাচ্ছেন না। তাদের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর য পক্ষে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া সম্ভব নয় তারা নির্ধারিত ২০ হাজার টাকা জমা দি

মাতাঝিল আইডিয়াল স্কুলে

● প্রথম পাতার পর

নিশ্চয়তার জন্য কোনো অভিভাবক ৫০ হাজার আবার কোনো কোনো অভিভাবক ৬০ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে সন্তানদের ভর্তি নিয়ে এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের কবলে পড়েও অভিভাবকরা মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্কুলে কোনো কমিটি না থাকায় আইডিয়াল স্কুলের এ ন্যক্কারজনক ভর্তি বাণিজ্য চলছে স্কুলের চেয়ারম্যান স্থানীয় এমপি গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের ছত্রছায়ায়। সূত্র জানায়, উন্নয়ন কোটায় নির্ধারিত ১৩০ জনের তালিকা আজ-কালের মধ্যে তিনিই চূড়ান্ত করবেন। ফলে যে যতো টাকাই দিক না কেন সরকারদলীয় নেতা ও পাতি নেতাদের হাত ধরে তাকে ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির কাছে আসতেই হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সভাপতি মোসতাক হোসেনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এনে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি। এরপর থেকে কোনো কমিটি ছাড়াই প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন মন্ত্রী। কোনো কমিটি না থাকলেও তিনিই এখন প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি। তার নির্দেশেই চলছে প্রতিষ্ঠানের পুরো কার্যক্রম। এই সুযোগে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে তার মদদপুষ্ট নেতাকর্মীরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভর্তি বাণিজ্যে।

এ বছর এই স্কুলের মূল শাখা ও বনশ্রী শাখায় ৫৬৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এ ছাড়া উন্নয়ন কোটায় ভর্তি করা হবে ১৩০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে মূল শাখায় (মতিঝিল) ৫০ জন এবং বনশ্রী শাখায় ৮০ জন। উন্নয়ন কোটায় ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি হলো ২০ হাজার টাকা। ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ভর্তি হতে প্রয়োজন হবে ৫ হাজার ৬০০ টাকা। আর উন্নয়ন কোটায় ভর্তি হতে এর সঙ্গে আরে ২০ হাজার টাকা দিতে হবে বলে প্রতিষ্ঠান থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিসেব করে দেখা যায় কেবল ২০ হাজার টাকা নিলেও ১৩০ জন ছাত্রের অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করা হচ্ছে প্রায় ২৬ লাখ টাকা। অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন কেবল টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল হিসেবেই এ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষক জানান, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষার নম্বর রাখা হয়েছে ২৫ এবং অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ১০। কারণ প্রথম শ্রেণীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবচেয়ে বেশি। আর নম্বর প্রদানের আশ্বাস দিয়েও হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে টাকা।

এসব অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি। তার বাসায় গতকাল যোগাযোগ করা হলে তার পিএস মন্ত্রীর মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেন। মোবাইল নম্বরে বারবার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বলেন, স্কুলের উন্নয়নের জন্য যে টাকা নেওয়া হয় তা স্কুলের উন্নয়নেই ব্যয় করা হবে। অনিয়মের বিষয়ে অবশ্য তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।